গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে পথচারীদের মাঝে বিনামুল্যে মাস্ক বিতরণ ও জনসচেতনায় প্রচারাভিযান করা হয়েছে।

গতকার মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় পথচারীদের মাঝে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনায় প্রচার চালিয়েছেন মেয়র আহম্মেদ আলী।

তিনি বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে কেউ বাহিরে ঘোরাফেরা না করে ঘরে থাকুন। প্রয়োজনের তাগিদে বাহিরে বের হওয়ার আগে মাস্ক পরে বাহিরে বের হবেন। তা না হলে আপনি বা আপনার পরিবার নিরাপদে থাকবেনা।

আপনারা হয়তো জানেন না আপনি বাহির থেকে করোনা নিয়ে বাড়ি ফিরে আপনার পরিবারকে ধ্বংস করছেন। আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আপনার।

মাস্ক বিতণের সময় পৌরসভার নারী কাউন্সিলর ঝর্ণা বেগম, কাউন্সিলর মকছেদ আলী, পৌর স্টাফবৃন্দরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই সদরে বাসিন্দা।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে দুই জনের। আর নেগেটিভ আসে ১২ জনের। নমুনা পাঠানো হয়েছে ২১ টি।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৬৪২৪ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৮৮৯ জন, সুস্থ ৭৬০ জন, মৃত্যু ১৮ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬৪ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৪৫ টি (সদরে ১৭ গাংনীতে ১৯মুজিবনগরে ০৯)। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১১৯ জন।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুরের হরিরামপুরের ইসরাফিল হোসেন (২৯) ও শুভরাজপুরের আলিহিম মোল্লাহ (৬৫)।

কোটচাঁদপুরে দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ৫টি দোকান ভষ্মিভূত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের মেইন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৫টি দোকান ভষ্মিভূত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। এঘটনায় হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

অগ্নিকান্ডে আশপাশের দোকান ও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেইন বাজারের দুধসারা রোডে ভয়াবহ এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার সঠিক কারন এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে একটি টিনের মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এসময় ফাষ্টফুড, কাগজ-বস্তা, সেলুন ও লন্ডিসহ একটি ঘি তৈরীর দোকান পুড়ে ছায় হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ২১ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন মাষ্টার প্রদীপ কুমার মন্ডল জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায়। কোটচাঁদপুর সহ

ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ ও মহেশপুরের ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঝিনাইদহ জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপঃ সহকারি পরিচালক শামিমুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগছে। এঘটনায় কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হয়নি।

তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা।

গবেষণায় প্রকাশিত; করোনা বায়ুবাহিত রোগ

লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস ছড়ায় অনেক বেশি। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্য জানিয়েছেন একদল গবেষক।

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস, বা করোনাভাইরাসের ছড়ানো নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ছয় জন গবেষকের একটি দল। দলের অন্যতম সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বৌল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন এনভায়ার্নমেন্টাল সায়েন্সের (সিআইআরইএস) রসায়নবিদ জস লুইস জিমেনেজ, ‘আমাদের গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বলছে, লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসে এই ভাইরাসটি অনেক দ্রুত ও অবাধে ছড়ায়।’

জিমেনেজ বলেন, ‘আমাদের মতে, করোনাভাইরাস ছড়ানোর বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা

কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে অবিলম্বে এই তথ্যটি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত এবং কিভাবে ভাইরাসটির বায়ুবাহিত সংক্রমণ কমানো যায়— এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’
গবেষক দলের সদস্যরা তাদের নিবন্ধে আরো বলেছেন, করোনায় আক্রান্ত মৃদু উপসর্গের রোগী অর্থাৎ যাদের ঘন ঘন হাঁচি বা কাশির মতো উপসর্গ নেই—তারা ভাইরাসটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশ্বজুড়ে মোট সংক্রমণের অন্তত ৪০ শতাংশ ঘটেছে এই মৃদু উপসর্গের রোগীদের কারণে।

বাতাসে এই ভাইরাসটির সংক্রমণের হার এত বেশি যে, হোটেলে পাশাপাশি কক্ষে থাকা লোকজন একে অপরের কাছাকাছি না এলেও শুধু বায়ুবাহিত কারণে এই ভাইরাসটি এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে থাকা লোকজনের দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম।

করোনা মহামারির শুরুর দিকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ যদিও বলেছিলেন, লালা বা থুথুর (ড্রপলেট) মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ব্যপকভাবে ছড়ায়, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় এর পক্ষে তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এই গবেষক দলের সদস্যরা।

গবেষকদলের প্রধান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্রিশ গ্রিনহালফ বলেন, ‘মহামারির শুরু থেকেই ঘন ঘন হাতধোওয়া এবং আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারচেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই রোগের বায়ুবাহিত সংক্রমণ রোধে কার্যকর উপায় বের করা।’
‘কারণ বায়ুবাহিত হওয়ার কারণে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর থেকে দূরে থাকা স্বত্বেও তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো সুস্থ মানুষ। এমনকি বাসায় অবস্থান করেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন বেশ কিছু নজির আমরা পেয়েছি। এ কারণে আমরা বলব, বাইরে বেরোনোর সময় তো বটেই, ঘরে অবস্থান করার সময়ও যতক্ষণ সম্ভব মাস্ক পরে থাকা উচিত।’

গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবানুবিশেষজ্ঞ কিমবার্লি প্রাথার বলেন, ‘আমরা যেহেতু জানতে পেরেছি, এই ভাইরাসটি প্রধানত বায়ুবাহিত, এখন সেটিকে আমরা সেইভাবে মোকাবিলাও করতে পারব। বিভিন্ন দেশ শুরু থেকেই এভাবে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি।’

শালিকাতে ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ায় বাবা-ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামে কলা ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ায় তিনজনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে শালিকা গ্রামে সাগরের দোকানের কাছে একই গ্রামের হাপি
(৫০) হাপির ছেলে রকি (১৮) ও কাজী কাশেমের ছেলে নাসির (৩৯) তাদেরকে কুপিয়ে জখম করে।

আহতরা হলো শালিকা মাদ্রাসা পাড়ার তুষার (৪৫) তুষারের ছেলে শাওন
(১৭) ও একই শওকত আলীর ছেলে রিপন (১৫)।

আহত তুষার বলেন, আমি ও হাপি পার্টনারে কলার ব্যবসা করতাম। ব্যবসার দরুন আমার দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা আছে। একটি মামলার কারণে এক বছর দুই মাস জেল খেটে কিছুদিন আগে বাড়িতে আসি। হাপির সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলা হওয়ায় আমার বিনিয়োগের দুই লক্ষ টাকা ফেরত চাই। ব্যবসায়ী হিসাব গড়মিল হওয়ায় হাপির ব্যবসা করবো না বলে টাকা ফেরত চাই।

এতেই হাপি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। আজকে আমি বিকাশের দোকান থেকে টাকা তুলে আনার সময় হাপি আমার পথ আটকিয়ে বাঁশ দিয়ে আমার ডানপাশের কানের উপর আঘাত করে এরপর আমাকে আলা মোল্লার ছেলে ওলিলের গোডাউনে আটকে রাখে।

এ অবস্থায় আমি আমার ছেলেকে ফোন করে বিষয়টি জানালে আমার ছেলে আসলে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আমার ছেলেকে রকি ও নাসির দা দিয়ে কোপ মারে। পাশে দাড়িয়ে থাকার কারণে রিপনকেও কোপ মারে।

এসময় বিকাশ থেকে তোলা বাইশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে স্থানীয়রা আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত শাওনকে কুষ্টিয়া

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩ জন

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোমেজান নেছা
(৭০) নামের আরো এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ১৮ জনে।

এ দিকে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৮৭৯ টি।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ২৩ টি। এর মধ্যে নতুন করে ৩ জন (সদরে- ২, গাংনীতে- ১) করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পাঠানো হয়েছে ২২ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৫৭(সদরে- ২৮, গাংনীতে- ২১, মুজিবনগরে- ৮) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৩৪৫ টি। মৃত্যু- ১৮ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৭, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭৩৯ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৩ জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের নাজিমন নেছা (৮০), ২ নম্বর ওয়ার্ডের মারুফুজ্জামান (৪০) ও গাংনী উপজেলা হাড়াভাঙার গ্রামের মহিবুল (৬৪)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং

হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক নারির মৃত্যু, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭০ তম লাশ দাফন!

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে রনি বেগম (৪৭) নামে এক নারির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাফন কমিটি কারোনা উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত ৭০ জনের লাশ দাফন করলো।

মোছা: রনি বেগম অসুস্থ হয়ে গত ০৫ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হয়। ০৬ এপ্রিল তার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ১১ এপ্রিল বিকাল ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে তিনি মারা যান।

রনি বেগম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের যাদুয়ারি গ্রামের মো: নায়েব আলী মন্ডলের স্ত্রী।

এদিকে রনি বেগমের করোনায় মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমানের নির্দ্দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আব্দুল হামিদ খানের সার্বিক তত্বাবধানে তার দাফন কাফন করার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করছেন সদর উপজলোর উপজলো দাফন কমিটির সদস্য ও মসজিদ ভিত্তিকি শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক মাওঃ শাহিনুর রহমান।

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের সাথে মানবিক আচরণের অংশ হিসেবে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক ভাবে কারাবন্দী ১০০ পরিবারের সদস্যদের মাঝে সহায়তা প্যাকেজ (খাদ্য সামগ্রী) বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সহায়তা প্যাকেজ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেল সুপার মোখলেসুর রহমান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা কারাগারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা প্যাকেজের প্রতিটি প্যাকেটে ৩০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি ছোলা, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি খেজুর, ২ কেজি সয়াবিন তেল এবং ১ কেজি করে পেঁয়াজ থাকবে।

কারাবন্দীদের পরিবারেও সদস্য রয়েছে। তারা কারও ভাই, বোন, বাবা- মা আত্মীয়-স্বজন অনেক পরিবারের বন্দী নিজেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।
কারাবন্দি থাকা অবস্থায় অনেকের বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, আবার অনেকের সাজা ভোগ করতে থাকেন। এ সময় স্বাভাবিকভাবে তাদের পরিবারের সদস্যরা মানসিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে কারাবন্দীর অসহায় স্ত্রী নাবালক শিশু কন্যা এবং বৃদ্ধ বাবা- মায়ের দুর্দশায় পতিত হন চরম ভাবে। দুর্দশা কারাবন্দীদের পরিবারের সদস্যদের পাশে মানবিক ও সামান্য আর্থিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য জেলা প্রশাসন মেহেরপুরের উদ্যোগ।

কারাগার মূলত একটি সংশোধনাগার উত্তেজনাবশত কোন একটি অপরাধ সংগঠনের পর শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে কারাবন্দীদের মধ্য আত্মজিজ্ঞাসার

মাধ্যমে সংশোধনমূলক বোধের সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রকর্তৃক বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি দেখভাল করার সময় হাই বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত তাদের নিরাপত্তা শৃঙ্খলা বজায় রাখা যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাত নিশ্চিতসহ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কারামুক্তির পর তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ায় রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

মেহেরপুরের জেলা প্রসাশক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, এটি একটি সল্প পরিসরে মানবিক উদ্যোগ, ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে আরো কি ভাবে বেগবান করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

মেহেরপুরে নতুন ১০ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৬৩ জনে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ৪০টি। এর মধ্যে নতুন করে ১০ জন (সদর-৪, গাংনী-২, মুজিবনগর-৪), করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ৫৯ (সদর-৩৬, গাংনী- ১৬, মুজিবনগর- ৭) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬২৭১ টি। মৃত্যু- ১৭ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭২৩ জন (সদর- ৪০৫, গাংনী-২৩৩, মুজিবনগর- ৮৫), ট্রান্সফার্ড- ৬২ জন (সদর- ৪৬, গাংনী- ১৪, মুজিবনগর- ২)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার সেলিনা আক্তার (৪৯), শাহাজিপাড়ার মোমেনা (৬১), গোপালপুরের মনোয়ারা (৫০), গাংনী উপজেলার কাথুলীর মোমেজান নেছা

(৭০), মটমুড়ার শফিউল আযম (৬২) ও মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ানের আমিরুল ইসলাম (২৮), গোপালপুরের ছালেহার খাতুন (৫০), সুমিতা আক্তার (১৫), শমসের আলী (৬২) ও আটকবরের বিল্লাল হোসেন (৫৫)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইন থাকলেও পাচ্ছেনা রোগীরা

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইন সরবরাহ থাকলেও পাচ্ছেনা রোগীরা। ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীরা কলেরা স্যালাইন না পেয়ে বিভিন্ন ফার্মেসী থেকে ক্রয় করে শরীরে পুশ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ রোগীদের। তবে স্টোর কিপার বলছেন কলেরা স্যালাইন আছে।

জানাগেছে, বৃহস্পতিবার সকালে আবু জায়েদ নামের এক ছয় মাসের শিশু ডাইরিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। তার শরীরে কলেরা স্যালাইন দিতে ব্যাবস্থাপত্র করেন। ব্যাবস্থাপত্র নিয়ে ওয়ার্ডে দায়িত্বরত নার্সকে দিলে তিনি কলেরা স্যালাইন সাপ্লাই নেই বলে ফার্মেসী থেকে কিনে আনতে বলেন। রোগীর মা অন্যের কাছে টাকা ধার করে স্যালাইন কিনে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার দবীরউদ্দীন বলেন, কলেরা স্যালাইন সাপ্লাই আছে। নার্স তাদের ওয়ার্ডের চাহিদা অনুযায়ী তুলে রাখেন। সে দায়িত্ব নার্সদের। আমার সাথে চাহিদা দিলেই সাথে সাথে ওয়ার্ডে চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

তাছাড়া বর্তমানে সকল বয়সের মানুষের ডাইরিয়া হচ্ছে একটু বেশি করে চাহিদা দিলে রোগীরা হয়রানী তবেনা। ওই রোগীর সাথে যা হয়েছে তা

কিছুটা অবহেলা মাত্র।

গাংনী উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এমকে রেজা বলেন, হাসপাতা সরকারি ঔষধ থাকা সত্বেও নার্স যদি রোগীদের দিয়ে ওষুধ ক্রয়ে বাধ্য করেন তা ক্ষতিয়ে দেখা হবে।